ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -২৬৩৩
আগরতলা, ২০ অক্টোবর ২০১৮

ভারতবর্ষ বীরের ভূমি : মুখ্যমন্ত্রী

ভারতবর্ষ বীরদের ভূমি। আমাদের দেশের অখন্ডতা এবং সীমান্ত সুরক্ষায় যে কোন বাহিনীর জওয়ানরা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রয়োজনে তারা বীরের সাথে তাদের জীবন উৎসর্গ করছেন। আজ বিকেলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন আয়োজিত শহীদ স্মরণে ব্যান্ড ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পুলিশ বাহিনী, যেকোন আধা সামরিক বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা রাষ্ট্রীয় সেবার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা আত্মত্যাগ করছেন বা প্রাণ দিচ্ছেন তাদের স্মরণে আজকের এই অনুষ্ঠান। দেশে গত এক বছরে চার'শ চৌদ্দজন বিভিন্ন বাহিনীর জওয়ান নিজেদের জীবন দিয়েছেন। এদের মধ্যে দু'জন শহীদ হয়েছেন ত্রিপুরায়। এরা হলেন রাজ্য আরক্ষা বাহিনীর কনষ্টেবল সন্তোষ সাহা এবং বি এস এফের জওয়ান দীপক কুমার মন্ডল। সন্তোষ সাহা কর্মরত অবস্থায় জাতীয় সড়ক ৮-এর আমবাসা-মুঙ্গীয়াকামীতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এবং গবাদি পশুর পাচার রুখতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতে বি এস এফের জওয়ান দীপক কুমার মন্ডল নিহত হন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধার সাথে তাদের কথা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' গানটির শেষ পঙতিটি গেয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আরক্ষা প্রশাসন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শহীদ সন্তোষ সাহার পত্নীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সন্তোষ সাহার স্ত্রীকে একটি শাল পড়িয়ে সংবর্ধনা জানান। ব্যান্ড ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে বি এস এফ, সি আর পি এফ, আসাম রাইফেলস্, ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি এস আর -এর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনীর জওয়ানরা সম্মিলিত ব্যান্ডে অংশ নেন। তাছাড়াও সি আর পি এফ এবং আসাম রাইফেলস্- এর ব্যান্ড প্ল্যাটুন পৃথক পৃথকভাবে ব্যান্ড পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের এ ডি জি পি রাজীব সিং, আই জি পি জয়দীপ নায়েক, বি এস এফ-এর আই জি এবং আসাম রাইফেলস্-এর ডি আই জি। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ শহীদবেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

****